থাইরয়েড সমস্যায়

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে সাধারণত দু'ধরনের সমস্যা দেখা যায়-গঠনগত ও কার্যগত। গঠনগত সমস্যায় থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়, যেটাকে গয়টার বলা হয়। কার্যগত সমস্যা দু'রকমের হয়- হাইপারথাইরয়ডিজম ও হাইপোথাইরয়ডিজম। হাইপারথাইরয়ডিজমে থাইরয়েড গ ্যান্ড বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে পড়ে, আর হাইপোথাইরয়ডিজমে থাইরয়েড গ ্যান্ড কাজ করে না।

কারণ

হাইপোথাইরয়ডিজম মূলত তিনটি কারণে দেখা যায়। সদ্যোজাত শিশুদের মধ্যে থাইরয়েড গ ্যান্ড তৈরী না হলে, কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজম দেখা যায়। এছাড়া অটোইমিউন হাইপোথাইরয়ডিজম দেখা যায়। থাইরয়েড গ ্যান্ডের বির"দ্ধে অ্যান্টিবডি সক্রিয় হলে, থাইরয়েড গ ্যান্ড খারাপ হয়ে যায়। তখন থাইরয়েড গ ্যান্ড কাজ করে না। চিকিৎসাজনিত কারণেও এই অসুখ হতে পারে। অপারেশনের কারণে থাইরয়েড গ ্যান্ড বাদ দিতে হলে বা 'রে' দেওয়ার কারণে থাইরয়েড নষ্ট হয়ে গেলে এই সমস্যা হতে পারে।

অ্যান্টিবডি অতিরিক্ত মাত্রায় থাইরয়েড গ ্যান্ডকে স্টিমুলেট করলে হাইপারথাইরয়ডিজমের সমস্যা দেখা যায়। চূড়ান্ড় পর্যায়ের পর ওষূধের ডোজ বেশি হলে, তার থেকে হাইপারথাইরয়ডিজম হতে পারে। থাইরয়ডাইটিসে রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। ইনফেকশন হলে তাৎক্ষণিকভাবে থাইরয়েড গ ্যান্ড ভেঙে হরমোন বেরোতে শুর" করে, ফলে রক্তে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়।

যে সব অঞ্চলে আয়োডিনের অভাব রয়েছে, সেখানে আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে হাইপোথাইরয়ডিজম দেখা যায়।

লক্ষণ

হাইপোথাইরয়ডিজমে যে লক্ষণগুলো দেখা যায়, সেগুলো হলঃ

ভাল না লাগা, সঙ্গে লেথার্জিভাব # ত্বক খসখসে হয়ে যায়। # পা অল্প ফুলে যায় # খিদে ভাব কমে যায় # চুল পড়তে শুর" করে # ওজন অল্প বেড়ে যায়। ৫-৬ কিলো ওজন বাড়তে পারে # স্মৃতিশক্তি কমে যায় # খিটখিটে ভাব # কনস্টিপেশনের সমস্যা হয় # ব াড প্রেশার বাড়তে পারে # বন্ধ্যাত্বর সমস্যা হতে পারে # প্রেগনেন্সির সময় অ্যাবর্শন হতে পারে # কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজমে শিশুর ব্রেনের বিকাশ হয় না # শীতশীত ভাব দেখা যায় # পিরিয়ডসে সমস্যা হতে পারে।

হাইপারথাইরয়ডিজমে যে লক্ষণগুলো দেখা যায়, সেগুলো হল ঃ

খিদে বেড়ে গেলেও ওজন কমতে থাকে # প্রচন্ড গরম লাগে # বুক ধড়ফড় করে # মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ে # পিরিয়ডসের সমস্যা হয় # ত্বক কালো হয়ে যায় # হার্টের সমস্যা হতে পারে # ব াড প্রেশার বেড়ে যায় # হাড়ের ক্ষয় শুর" হয়। বেশি বয়সে অস্টিওপোরোসিস হতে পারে # চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে # বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

চিকিৎসা

থাইরয়েডের সমস্যা নির্ধারণের জন্যে ব াড টেস্ট করা হয়।

হাইপোথাইরয়ডিজমের চিকিৎসা ওষুধের মাধ্যমে করা হয়। হাইপারথাইরয়ডিজমের চিকিৎসায় ওষুধ দেওয়া হয়। ওষুধে কাজ না করলে, তখন সার্জারি বা রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন থেরাপির কথা ভাবা হয়।

গয়টারের সমস্যা হলে ফোলা অংশ ম্যালিগনেন্ট কি না তা নির্ণয় করা হয়। FNAC টেস্ট করা হয়। ম্যালিগনেন্ট নির্ধারিত হলে এবং শুর"র দিকে ধরা পড়লে রেডিওঅ্যাক্টিভআয়োডিন পদ্ধতির মাধ্যমে থাইরয়েড

Dr Shahjada Selim

ক্যানসার নিরাময় সম্ভব। # আয়োডিনের অভাবজনিত কারণে থাইরয়েডের সমস্যা হলে আয়োডাইজড সল্ট খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

ইউরিনারি ট্র্যাক্ট কী কাজ করে

আমাদের শরীরে কিডনি রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ও জল শুষে নিয়ে ইউরিন তৈরি করে। প্রতিদিন এই ইউরিন আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। কিডনি থেকে বেরিয়ে ইউরিন এক সরু টিউবের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ইউরিনারি ব াডারে জমা হয়। বাচ্চার বয়েসের উপর নির্ভর করে কতটা ইউরিন ব াডারে জমা থাকবে। এরপর ব াডার থেকে জমা ইউরিন ইউরেথ্রার মধ্যে দিয়ে গিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

কেন ইনফেকশন হয়

ইউরিনারি ট্র্যাক্টে এমনিতে কোনও ব্যাক্টেরিয়া থাকে না। কোনও কারণে ব্যাক্টেরিয়া ব াডারে ঢুকে গেলে ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন হতে পারে। ব াডার ফুলে যায়, পেটের নিম্নাংশে যন্ত্রণা হতে পারে। যদি ব্যাক্টেরিয়া কোনও ভাবে কিডনি পর্যন্ড় পৌঁছে যায়, তা হলে কিডনিতেও ইনফেকশন হতে পারে। সাধারণত অ্যানাস বা ভ্যাজাইনার আশপাশে এই ধরণের ব্যাক্টেরিয়া পাওয়া যায়। কোনও কারণবশত যদি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ঠিকমতো কাজ না করতে পারে তা হলে ব্যাক্টেরিয়া ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ঢুকে যায়। ফলে ইনফেকশন হতে পারে।

কিছু বাচ্চার মধ্যে জন্ম থেকেই ভেসিকোইউরেটেরাল রিফ্লাক্স বলে একধরনের সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যায় ইউরিন ব াডার থেকে বেরিয়ে ইউরেটার হয়ে আবার কিডনিতে পৌঁছে যায়। ফলে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকটেড হয়ে পড়ে।

মায়েলোমেনিঙ্গোসিল, হাইড্রোসেফালসের মতো ব্রেন বা নার্ভাস সিস্টেমের অসুখ থাকলে ব াডার পুরোপুরি খালি হতে পারে না। স্পাইনাল কর্ডে চোট লাগলেও এই ধরনের সমস্যা হতে পারে। এর থেকে ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন হয়।

জন্ম থেকেই যদি ইউরিনারি ট্র্যাক্টের গঠনে কোনও ত্রুটি থাকে, তা হলে ব্যাক্টেরিয়া সহজেই ইউরিনারি ট্র্যাক্টকে ইনফেক্টেড করে দিতে পারে।

বাচ্চার যদি বাথরুম যেতে অনীহা থাকে, বাথরুম যাওয়ার পর যদি কেউ নিজেকে ঠিকমতো পরিষ্কার না করে, তা হলে ইনফেকশন হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।

ঘন ঘন বাবল বাথ নিলে ইনফেকশন হতে পারে। খুব বেশি টাইট জামাকাপড় পরলেও এই ধরনের সমস্যা দেখা যেতে পারে।

উপসর্গ

ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন হলে ব াডার ইউরেথ্রা, ইউরেটার ও কিডনিতে অস্বস্ড়ি (ইরিটেশন) হয়। ঠিক যেমন ঠান্ডা লাগার পর নাক ও গলায় ইরিটেশন হয়। যেহেতু বাচ্চারা সব সময় বলে বোঝাতে পারে না, তাই বাচ্চার ব্যবহারে যদি হঠাৎ পরিবর্তন দেখেন, তা হলে বুঝবেন যে বাচ্চার শরীরে কোনও অস্বস্ড়ি হয়ে থাকতে পারে। ইউটিআই হলে সাধারণত কিছু বিশেষ উপসর্গ দেখা যায়ঃ

জ্বর হতে পারে, বাচ্চা অকারণে বিরক্তি প্রকাশ করে, খেতে চায় না, বমি করে।

ইউরিনে দুর্গন্ধ হতে পারে। # বারবার বাথরুম যেতে হয়। বাথরুম করার সময় ব্যথা হতে পারে বা জ্বালা করতে পারে। # তলপেটে বা পিঠের নিম্নাংশে ব্যথা হয় # অনেক সময় ইউরিনে রক্ত বেরতে পারে।

টয়লেট ট্রেনিং থাকলেও বাচ্চা ইউরিন কন্ট্রোল করতে পারে না, অনেক সময়ই বিছানা ভিজিয়ে ফেলে।

যদি কোনভাবে কিডনিতে ইনফেকশন ছড়িয়ে যায় তা হলে,

- বাচ্চার কাঁপুনি হতে পারে।
- খুব বেশি জ্বর আসে।

Dr Shahjada Selim

- ত্বক লাল হয়ে যায়।
- মাথা ঘোরে, বমি হয়,
- পাজরে ব্যথা হতে পারে।

প্রিভেনশন

- বাচ্চাকে বেশি বাবল বাথ করতে দেবেন না। ঢিলেঢালা অন্ড়র্বাস ও জামাকাপড় পরা ভাল।
- বাচ্চা যাতে প্রচুর পরিমাণ জল খায়, সে দিকে নজর দেবেন।
- বাচ্চাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার গুর"ত্ব বোঝান। বাথর"ম করার পর জেনিটাল পরিষ্কার করা জর"রি।
- বাচ্চাকে দিনে একাধিকবার বাথর"ম যাওয়া শেখান।

রোগ নির্ণয়

ইউরিনের স্যাম্পল টেস্ট করা হয়।
কেন ইনফেকশন হয়েছে বা কিডনি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে কি না দেখার জন্যে কিডনির আল্ট্রাসাউন্ড করা হয়। এ ছাড়া ইউরিনেশনের সময় বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা এক্স-রে করা হয়।
বাচ্চার মেডিকেল হিষ্ট্রি নেওয়া হয়। ডাক্তাররা জানতে চান বাচ্চার বয়েস কত, আগে কখনও ইনফেকশন হয়েছে কি না, ইনফেকশন কতটা জটিল, বাচ্চার আর কোনও অসুখ আছে কি না, স্পাইনাল কর্ড বা ইউরিনারি ট্র্যাক্টে কোনও সমস্যা আছে কি না। এর উপর নির্ভর করে ডাক্তাররা সিদ্ধান্ড় নেন যে চিকিৎসার ধরন ঠিক কীরকম হবে।

চিকিৎসা

- প্রথমেই বাচ্চাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় যাতে ইনফেকশন কিডনি পর্যন্ড় পৌঁছতে না পারে। একদম ছোট বাচ্চাদের হসপিটালে ভর্তি করে ইনজেকশনের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। বড় বাচ্চাদের অবশ্য ওষুধ খেতে দেওয়া হয়। ইনফেকশন কতটা জটিল তার ওপর নির্ভর করে অ্যান্টিবায়োটিক কতদিন খেতে হবে।
- ইউটিআই হলে বাচ্চাকে প্রচুর পানীয় খাওয়ার পরামর্শ দেন ডাক্তাররা।

Dr Sajjad Selim

তারিখঃ ২৩/০৫/২০১১ ইং

বরাবর
একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর
বারডেম একাডেমি
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

বিষয়ঃ এমডি (ইএম) ৩য় পর্বের ভর্তি ফি বিলম্বে প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব

বিনীত নিবেদন, আমি এমডি (ইএম) ২য় পর্ব সম্পন্ন করে জানুয়ারী ২০১১ ইং সেশনে ৩য় পর্ব (থিসিস)- এ যোগদান করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার ব্যাক্তিগত সমস্যার কারণে ৩য় পর্বের ভর্তি ফি ০২(দুই) মাস বিলম্বে প্রদান করতে চাই।

অতএব, আমাকে বিলম্বে ভর্তি ফি নিয়ে এমডি (ইএম) ৩য় পর্বে যোগদানের প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

(ডাঃ শাহজাদা সেলিম)
এমডি (ইএম) ৩য় পর্ব
বারডেম একাডেমী
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

Dr Shahjada Selim

তারিখঃ ২৩/০৫/২০১১ ইং

বরাবর
একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর
বারডেম একাডেমি
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

বিষয়ঃ এমডি (ইএম) ৩য় পর্বের ভর্তি ফি বিলম্বে প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব

বিনীত নিবেদন, আমি এমডি (ইএম) ২য় পর্ব সম্পন্ন করে জানুয়ারী ২০১১ ইং সেশনে ৩য় পর্ব (থিসিস)- এ যোগদান করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার ব্যাক্তিগত সমস্যার কারণে ৩য় পর্বের ভর্তি ফি ০২(দুই) মাস বিলম্বে প্রদান করতে চাই।

অতএব, আমাকে বিলম্বে ভর্তি ফি নিয়ে এমডি (ইএম) ৩য় পর্বে যোগদানের প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

(ডাঃ তাহনিয়া হক)
এমডি (ইএম) ৩য় পর্ব
বারডেম একাডেমী
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

তারিখঃ ০৭ জুন, ২০১২ ইং

বরাবর
পরিচালক
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭।

বিষয়ঃ আবহাওয়া উপাত্ত্ব প্রাপ্তি প্রসঙ্গে।

জনাব

সবিনয় নিবেদন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আওতায় (স্মারক নংঃ- স্বাঃ অধিঃ/রোগনিঃ/ম্যালেরিয়া/রিসার্স ও সার্ভে/২০১২/১৭২৪ তাং ০৪/০৬/২০১২ ইং) **Seasonal variation of spread, morbidity and mortality of malaria in an endemic area of Bangladesh** নামক গবেষনা কর্মটির প্রধান গবেষক হিসেবে কক্সবাজার জেলার সবকটি উপজেলার ২০০৮ ইং থেকে ২০১১ ইং পর্যন্ড় মাস ভিত্তিক তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত্ব প্রয়োজন।

Dr Shahjada Selim

এমতাবস্থায়, বিষয়টি বিবেচনা পূর্বক কক্সবাজার জেলার সবকটি উপজেলার ২০০৮ ইং থেকে ২০১১ ইং পর্যন্ড় মাস ভিত্তিক তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত্ব সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন ।

ধন্যবাদান্ডে়

(ডাঃ মোহম্মদ আতিকুর রহমান)
এসোসিয়েট প্রফেসর মেডিসিন বিভাগ (রেসপিরেটরি মেডিসিন)
বাংলাদেশ শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০
মোবাইলঃ ৮৮ ০১৮১৯২৩৯৩৮৮
Email: m_a_rahman88@yahoo.com

Dr Shahjada Selim

Date: January 09, 2012

To

The Director (CDC)

DGHS, Mohakhali, Dhaka

Through: Proper channel

Subject: Submission of research proposal titled **Seasonal variation of spread, morbidity and mortality of malaria in an endemic area of Bangladesh**

.

Sir,

With due respect, may I submit the survey proposal titled **Seasonal variation of spread, morbidity and mortality of malaria in an endemic area of Bangladesh** which will be completed by June, 2012.
Would you be kind enough to receive and accept the study proposal and do the needful.

Thanking You

Kind regards

(Dr Mohammed Atiqur Rahman)
Associate Professor
Department of Medicine (Respiratory Medicine)
Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University
Shahbag, Dhaka-1000
Mobile: 88 01819239388
Email: m_a_rahman88@yahoo.com

Enclosure: 1copy of PP

Dr Shahjada Selim

Dr Shahjada Selim

Dr Shahjada Selim